নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

ক্রীড়াঙ্গন

নাটোরের তায়কোয়ানডো খেলোয়াড়দের সাফল্যে সকলে উচ্ছ্বসিত

তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬ এ নাটোরের ৩ টি স্বর্ণ, ১ টি রৌপ্য, ১টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন

নিজস্ব প্রতিবেদক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৬ ৪ মিনিট পাঠ



ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে ক্লাব কাপ তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬ এ নাটোর জেলা ক্রীড়া সংস্থার তায়কোয়ানডো ক্লাব ৩ টি স্বর্ণ, ১ টি রৌপ্য, ১টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। উক্ত খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরুষ্কার তুলে দেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী ,

মহাপরিচালক বিজিবি ও বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন এর সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম রানা। নাটোরের তায়কোয়ানডো পদক বিজয়ীরা হলেন-
১। রেশমী - স্বর্ণ,(ফাইট) ২। সালমান - স্বর্ণ (ফাইট) ৩। জহিরুল - স্বর্ণ (ফাইট) ৪। বিভা -রৌপ্য (ফাইট), ৫। পায়েল- ব্রোঞ্জ (ফাইট)। নাটোরের তায়কোয়ানডো খেলোয়াড়দের সাফল্যে নাটোরবাসী উচ্ছ্বসিত। তাদের এই বিজয়ে নাটোর জেলার ক্রিড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ক্রিড়া সংস্থার সভাপতি, জেলা প্রশাসক সুমনি আক্তার তাদেরকে ফুল দিয়ে অভিন্দন জানান। এছাড়াও নাটোরের বিভিন্ন ক্রিড়া সংগঠন তাদের এই সাফল্যের জন্য অভিন্দন জানিয়েছে। নাটোরে তায়কোয়ানডো ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নাটোরের খেলোয়াড়েরা সুনিপুন সাফল্যের গল্প তৈরী করেছে। আমাদের সমাজে তায়কোয়ানডো খেলাটি খুব একটা পরিচিত নয়। এই খেলাটি কম প্রচলিত হওয়ায় এর ধরন ও নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জানা অনেকটাই কম। তাই এই খেলার উদ্ভব ও খেলার ধরন সম্পর্কে একটু জানা দরকার।

তায়কোয়ানডো একটি নিরস্ত্র কোরীয় মার্শাল আর্ট । কোরীয় ভাষায় এর অর্থ হলো “লাথি ও ঘুষি মারার শিল্প”। এটি কারাতে এবং তাই কিয়ন নামে পরিচিত কোরীয় আত্মরক্ষার একটি পুরোনো পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে । ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিকে তায়কোয়ানডো পদকপ্রাপ্ত একটি খেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় ।

তায়কোয়ানডোতে লাথি, ঘুষি এবং প্রতিরোধের স্বতন্ত্র কৌশল শেখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এগুলি ‘হিউং’ নামে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী সেটে সম্মিলিত ধারায় অনুশীলন করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রঙিন বেল্ট অর্জন করে। এখানে ১০টি র‍্যাঙ্ক বা ‘কুপ’ রয়েছে এবং প্রতিটি র‍্যাঙ্কের জন্য একটি ভিন্ন রঙ ব্যবহৃত হয়। ‘হিউং’ -এর জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে র‍্যাঙ্ক নির্ধারিত হয় । শিক্ষার্থীরা ‘ইদ-বো তুয়েরিয়ন ’ (“এক-পদক্ষেপ স্পারিং”) অনুশীলন করে , যা আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণের সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট ক্রম।

তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় মূলত কয়েকটি বিভাগে খেলা হয়:

* স্পারিং (Kyorugi): এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় বিভাগ। এখানে দুইজন প্রতিযোগী একটি নির্দিষ্ট মাদুরে (Ring) একে অপরের বিরুদ্ধে পয়েন্টের জন্য লড়াই করেন।
* পুমসে (Poomsae): এটি হলো নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক ভঙ্গি বা প্যাটার্নের প্রদর্শন। এখানে কোনো লড়াই হয় না, বরং কৌশলের নির্ভুলতা ও সৌন্দর্য দেখে বিচারকরা নম্বর দেন।
* বোর্ড ব্রেকিং (Breaking): প্রতিযোগীরা তাদের শক্তি ও নিখুঁত লক্ষ্য প্রদর্শনের জন্য হাত বা পা দিয়ে কাঠের বোর্ড ভাঙেন।

খেলার নিয়ম ও পয়েন্ট ব্যবস্থা (Sparring Rules)

তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা ৩২.৮ ফুট (১০ মিটার) বর্গাকার একটি ম্যাটের উপর দুইজন প্রতিযোগীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের অবশ্যই ডবক (ইউনিফর্ম), হেড প্রোটেক্টর, ট্রাঙ্ক প্রোটেক্টর, ফোরআর্ম গার্ড, শিন গার্ড, গ্রোইন গার্ড, মোজা, গ্লাভস এবং মাউথ গার্ড পরতে হয়। তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হলো অনুমোদিত নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে যত বেশি সম্ভব আঘাত করা। শরীরে আঘাতের জন্য এক পয়েন্ট এবং মুখে আঘাতের জন্য দুই পয়েন্ট দেওয়া হয়। একটি প্রতিযোগিতা দুই মিনিটের তিনটি রাউন্ডে বিভক্ত থাকে এবং প্রতিটি রাউন্ডের মধ্যে এক মিনিটের বিরতি থাকে।

১৯৯৭ সালে জেলা ক্রিড়া সংস্থার অধীনে অলিম্পিক স্বীকৃত কোরীয়ান মার্শালাট তায়কোয়ানডো খেলার যাত্রা শুরু হয়। নাটোর জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং নাটোর জেলা তায়কোয়ানডো অ্যাসোসিয়েশন-এর অধীনে স্থানীয় খেলোয়াড়রা সাম্প্রতিক জাতীয় ও আন্তঃজেলা স্তরের বিভিন্ন তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় বেশ দারুণ পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে। এ খেলায় প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে নাটোর জেলা ক্রিড়া সংস্থা অংশগ্রহণ করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। নাটোর জেলা ক্রিড়া সংস্থার নাটোর তায়কোয়ানডো ক্লাব ২০০৫ সালে প্রধান প্রশিক্ষক মোঃ জাকিরুল ইসলাম জাকির এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। জানা যায় নাটোর জেলা তায়কোয়ানডো খেলোয়াড়রা ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ সহ ১৩৭ টি পদক অর্জন করেছে । এই তালিকায় মোঃ জাকিরুল ইসলাম এর রয়েছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জনের সাফল্য।

নাটোররের তায়কোয়ানডো অঙ্গনে অন্যতম আর একজন খেলোয়াড় হচ্ছে শেখ আল মুস্তাকিম। সে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে একাধিক পদক অর্জন করে। সর্বশেষ বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো এসোসিয়েশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৫ এ নাটোর জেলা এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করে ওজন -৬৫ কেজি শ্রেণীতে চাম্পিয়ান হয়ে স্বর্ণ পদক অর্জন করেন শেখ আল মুস্তাকিম। এই স্বর্ণ পদক সহ শেখ আল মুস্তাকিম একক ভাবে ১১টি পদক অর্জন করেছে। সে বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট এর বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের বিবিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র।

স্থানীয় ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশন এবং স্টেডিয়ামের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের তথ্যানুযায়ী, নাটোর জেলায় বর্তমানে আনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ জনের মতো নিয়মিত ও সক্রিয় খেলোয়াড়

(অ্যাথলেট) রয়েছেন। নাটোর জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও রাজশাহী বিভাগীয় তায়কোয়ানডো অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে ২৫ থেকে ৩০ জনের মতো এমন খেলোয়াড় আছেন, যারা নিয়মিত জাতীয় ও আঞ্চলিক টুর্নামেন্ট বা যুব গেমসের ট্রায়ালে অংশ নেন। * ১ম ড্রিম আন্তঃজেলা তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশিপ: রাজশাহী জেলা তায়কোয়ানডো অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় চমক দেখিয়ে নাটোর তায়কোয়ানডো পুরুষ দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

নাটোর ইনডোর স্টেডিয়াম এবং স্থানীয় কিছু স্কুল-কলেজের (যেমন পুলিশ লাইন্স স্কুল) বিভিন্ন ব্যাচে আরও ৪৫ থেকে ৫০ জন শিশু ও কিশোর-কিশোরী মার্শাল আর্টের প্রাথমিক ও বেল্ট পরিবর্তনের নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। নাটোরে তায়কোয়ানডো খেলার ভবিষ্যত ও সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং আশাব্যঞ্জক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নাটোরের তরুণ-তরুণীদের সাফল্য এই খেলাটিকে জেলায় একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে গেছে। নাটোরের খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ যুব গেমস এবং বিভিন্ন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে পদক (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) জিতে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। রাজশাহী বিভাগীয় তায়কোয়ানডো অ্যাসোসিয়েশন এবং নাটোর জেলা ক্রীড়া সংস্থা এখন এই খেলাটিকে নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা করছে। স্টেডিয়ামে উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং নিয়মিত ক্যাম্পের কারণে নতুন খেলোয়াড়দের উঠে আসার পথ সহজ হচ্ছে। মাদকমুক্ত সমাজ গঠন এবং তরুণ প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক ফিটনেস বজায় রাখতে স্থানীয় অভিভাবকরা এখন সন্তানদের মার্শাল আর্টে পাঠাতে বেশ আগ্রহী হচ্ছেন। তবে এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে নাটোরে আরও বেশি স্পন্সরশিপ, আধুনিক ম্যাট (Mats) ও উন্নতমানের ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে।

সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা অব্যহত থাকলে ভবিষ্যতে তায়কোয়ানডো খেলোয়াড়েরা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে নাটোর কে গুরুত্বপূর্ন অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে।